Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 788 - 793
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ

প্রিয়া দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : deyp942@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Dakghor, Runner, Meghdut, letter, Aronyok, Postmaster.

Abstract
The imagery of Sukanta Bhattacharya's poem 'Ranar' is now a thing of the past. Times have changed, society has evolved and modern technology has brought radical changes in postal services. Now a day's postal Service has been fast and versatile. It reflected on Bengali literature. The postal service was mostly improved in India during the British period in 1766 AD. The postal system introduced by the British was called India Post and Telegraph Department, later it has been renamed as India Post. The new system introduced by the Postal Department in 1854 AD is the basic structure of the present postal system in India. Although the postal system was actively introduced in India from the Sultanate period but we find the transmission of letter, messages by pigeons from the very ancient times in our folk and ancient literature. Not only pigeons but Indian postal system from ancient times is moving towards the highest peak of development today based on horse, palanquin, and vehicles etc. The life of the people involved in the work of this postal service which is spread in every corner of the Indian subcontinent. The hardships of life, duties, loyalty, pain, happiness, joy, dignity, etc., can be found in novels, short stories, poetry and drama.

Discussion

> "রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে – বাঁ হাতে লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে।"[১]

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমলের চোখে ডাকহরকরাদের যে অবিরাম অন্তহীন পথ চলার প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, সেরকম ভাস্কর্য মূর্তি বর্তমানে প্রায় অনেক ডাকঘরের সামনে ঠাঁই নিয়েছে। তবে এখন ডাকহরকরাদের চিঠির থলি পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় না। তার পরিবর্তে তারা বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র, নিয়োগ পত্র, পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি নানান অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী পৌঁছে দেয় স্থানান্তরে। কারণ এখন কেউ আর চিঠি লেখে না। নববর্ষ, বিজয়ার প্রণাম, শুভেচ্ছা সবই মুঠোফোনে সারে। আর ব্যক্তিগত পত্রাদি লেখার থেকে মুঠোফোনে বাক্যালাপেই বেশি স্বচ্ছন্দ।

> "কত চিঠি লেখে লোকে - কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে ও শোকে।"[২]

'রানার' কবিতার এই লাইনগুলি বর্তমানে ডাকঘরের লাল ছোট ছোট বাক্সগুলির অতীতস্মৃতিকে রোমন্থন করিয়ে দেয়। ডাকঘরের লাল ছোট ছোট বাক্সগুলির অতীত স্মৃতিকে রোমন্থন করিয়ে দেয়।

বাংলা 'ডাক' কথার অর্থ আহ্বান করা বা মনোযোগ আকর্ষণ করা। আর এই শব্দ থেকেই 'ডাক ব্যবস্থা, 'ডাকঘর', 'ডাকহরকরা' এবং 'ডাকমাশুল' প্রমুখ শব্দের উৎপত্তি। শেরসাহ (১৫৪০ - ৪৫) প্রথম ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সেসময় সরাইখানাগুলোকে ডাকচৌকি হিসাবে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন ভারতেও সংবাদ আদানপ্রদানের পরিচয় মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তাম্বুল সহযোগে কৃষ্ণের প্রেম বার্তা রাধার কাছে পৌঁছে দিয়ে বার্তাবাহকের ভূমিকা নিয়েছে বড়াই। অন্যদিকে ঋষি নারদ ঢেঁকিকে বাহন করে সুরাসুরের মধ্যে বার্তা বহন করেছেন। আবার মহাকবি কালিদাস মেঘকে দূত করে বিরহী যক্ষের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। সেসময়ে ডাক ব্যবস্থায় ডাকহরকরার পরিবর্তে রাজহংস, সাদা পায়রা, কিংবা দূতের মাধ্যমে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পাল্টেছে। পরবর্তীতে ঘোড়া, উট, পালকি, মানুষ, যানবাহন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ডাকব্যবস্থা তার দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করেছে। এই সুবিশাল ডাক ব্যবস্থার সঙ্গে বিজড়িত মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রতিকূলতা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মর্যাদাবোধ গভীরভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে যার ফলস্বরূপ বাংলা উপন্যাস, গল্প, কবিতায়, নাটকে ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। ডাক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের যে কুঠিবাড়িতে থাকতেন সেই কুঠিবাড়ির একতলাতেই একটি পোস্ট অফিস ছিল এবং সেখানকার পোস্টমাস্টারের সাথে কবির আলাপচারিতার কথা 'ছিন্নপত্রের' ৫৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন –

> "বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। ...আমি একে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম।"[৩]

এই পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করেই তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে।

গল্পে দেখা যায় উলাপুর নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে বিশেষ প্রয়োজনে নীলকুঠি সাহেবের উদ্যোগে একটি পোস্টঅফিস খোলা হয়। সেসময় পোষ্টমাস্টারের বেতন খুবই সামান্য এবং যে কোনো স্থানে বদলির ব্যবস্থা ছিল। আর ডাকঘরগুলির অবস্থা ছিল ভয়ানক রকমের। তৎকালীন গ্রামীণ ডাকঘরগুলির শোচনীয় অবস্থাকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে –

> "একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার অফিস; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল বিশেষ করে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে এ হেন অজপাড়া গাঁয়ের পোস্টঅফিস সংলগ্ন পরিবেশ ভিন্ন অঞ্চলের পোস্টমাস্টারের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করত।"[৪]

এমনই পরিবেশে পোস্টমাষ্টারের সঙ্গী হয়ে ওঠে মাতৃহীনা অনাথ বালিকা রতন। গ্রামের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যখন পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন রতনই তাকে সেবা শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলে এবং বালিকার সাথে তার স্নেহের সম্পর্ক তৈরি হয়। ব্যাধির উপশম হওয়ার পরই উলাপুর গ্রামের পোস্টঅফিস থেকে বদলির জন্য আবেদন করে দরখাস্ত পাঠান কিন্তু কর্তৃপক্ষ বদলির আবেদন নামঞ্জুর করে দেন। শেষে পোষ্টমাস্টার তার কাজে জবাব দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনি ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি গ্রামবাংলার ডাকব্যবস্থার একটি বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' (১৯১১) নাটকটি রূপক সাংকেতিক নাটকের ধারায় এক অন্যতম সংযোজন। এই নাটকে ডাকব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন ডাকঘর, ডাকহরকরা, চিঠি প্রভৃতিকে সাংকেতিক রূপে প্রতিকায়িত করা হয়েছে। প্রহরীদের সঙ্গে অমলের বাক্যালাপের মাধ্যমেই রাজা ও তার ডাকঘরের প্রসঙ্গ এসেছে। দইওয়ালার সঙ্গে অমলের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিসংলাপে সে দইওয়ালা হতে চেয়েছিল কিন্তু প্রহরীর সাথে আলাপে সে প্রহরী হতে না চেয়ে রাজার ডাকহরকরা হবার বাসনা প্রকাশ করেছে। অমল মনে করে –

> "ডাকহরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, গরিব নেই, বড়মানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিড়ি করে বেড়ানো- সে খুব জবর কাজ।"[৫]

অমলের কাছে ডাকহরকরাদের চিঠির বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কাজটি ভারী মজার মনে হয়েছে। সেকারণেই অমল রাজার ডাকহরকরা হয়ে বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সমগ্র জগতটিই আসলে রাজার ডাকঘর। বিশ্বাত্মা তার আপন বার্তা এই ডাকঘরের মাধ্যমেই পৌঁছে দেন। আর সেই বার্তা বহন করে নিয়ে আসে ডাকহরকরা। অমলের সেই রাজার ডাকহরকরা হবার বাসনা। যখন পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের সময় আসে তখনই রাজার চিঠি আসে। নাটকেও অমল সারাদিন জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত রাজার চিঠির প্রত্যাশায়। মোড়ল পরিহাস করে একটি সাদা অক্ষরশূন্য কাগজ অমলের কাছে দিয়ে বলে এটি রাজার চিঠি। কিন্তু এই সাদা কাগজ ব্যঞ্জনা বহন করে নিয়ে আসে। এই চিঠির অর্থ বোঝে শুধু একজন - সে ঠাকুরদা। ঠাকুরদার কথায় –

> "হ্যাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।"[৬]

আসলে এ চিঠি সকলের জন্য বরাদ্দ - এ কথাটা নির্বোধ মোড়লের বোধগম্য হয় না। এই চিঠি যখন যার পাওয়ার ভাগ্য হবে তখনই রাজার ডাকহরকরা এসে দিয়ে যাবেন। নাটকে মুক্তি ও মৃত্যুর টানাপোড়নে মুক্তির চেয়ে মৃত্যুর উপস্থিতিই যে আমাদের জীবনে অপরিমেয় সত্য এটা বোঝাতেই ডাকঘর, ডাকহরকরা, ঘন্টা, চিঠি এই সাংকেতিক শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্প ছাড়াও আরো একটি 'পোস্টমাস্টার' গল্প রয়েছে। যেটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত। গল্পটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'মর্মবানী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডাকব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক অসাধু 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। তৎকালীন গ্রাম্য ডাকঘরের চিত্র গল্পকার শুরুতেই খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন –

> "খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোস্ট অফিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাতভাঙ্গা চেয়ারের উপর বেগুনে রংয়ের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কার্য করিতেছে, ওই ওখানকার পোস্টমাস্টার বা ডাকবাবু বিমল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"[৭]

বিমল অন্যের চিঠি খুলে পড়ত। প্রেমের চিঠি, পরকীয়ার চিঠি, পড়াতেই তার বেশি আগ্রহ। শুধু এটুকুতেই শেষ নয়, খামের মধ্যে টাকা পেলে সেটাও আত্মসাৎ করতে তার দ্বিধা হত না। এরকমই একদিন একটি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারে, এক বিধবা রমনী তার পুরুষের সাথে পালানোর পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু পোস্টমাস্টার তার অসাধু উদ্দেশ্যে সেই বিধবা রমণীকে নিয়ে পালানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। এর পুরস্কারস্বরূপ সে প্রচন্ড প্রহৃত হয়ে জ্ঞান হারায় এবং পরে নিজেকে পোস্ট অফিসের খোলা বারান্দায় আবিষ্কার করে। পোস্টমাস্টার তার এই পাপকর্মের ঘটনাকে পেশাগত উন্নতির কাজে লাগায়। এরপর পুলিশ তদরকিতে এলে সে বলে রাত্রে ডাকাত দল এসে তাকে প্রহার করে তহবিল থেকে ৫৪২ টাকা নিয়ে গেছে। অথচ পুরো টাকাটাই সে আত্মসাৎ করে। আর এই মিথ্যে ডাকাতির ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে বিমল নিজেকে ঊর্ধ্বতন পদে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি অনুভূতিপ্রধান কিন্তু প্রভাতকুমারের এই গল্পটিতে এমন একজন পোস্টমাস্টারের কথা উল্লিখিত হয়েছে যে ডাকব্যবস্থাকে হাতিয়ার করেছে তার স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে।

চিঠি, ডাকঘর এগুলি সমাজজীবনের সাথে যে কী ভীষণভাবে সম্পর্কযুক্ত তা 'আরন্যক' উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়। গল্পকথকের কাছে প্রথমে অরণ্য নির্বাসন তুল্য মনে হয়েছে সে কারণে বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তরে সত্যচারণকে ডাকের জন্য অসীম প্রতীক্ষা করতে দেখা যায়। কথকের ভাষায় –

> "আজ আট - নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখেতে দেখিতে বহির্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি - ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হত।"[৮]

উপন্যাসে দেখা যায় উনিশ মাইল দূর থেকে ডাক আনতে হত। প্রতিদিন লোক পাঠিয়ে ডাক আনার ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব বলে সপ্তাহে দু'বার করে ডাকঘর থেকে চিঠি আনার ব্যবস্থা ছিল। ডাকের ব্যাগে শুধু চিঠির পত্রাদি থাকত না। ডাকের মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাগাজিন, নানা অত্যাবশ্যকীয় কাগজও পাঠানো হত। লবটুলিয়ার নির্জন অরণ্য প্রান্তরে ডাকব্যবস্থা যে কী ভীষণ প্রয়োজনীয় তার মূল্য সকলের কাছে বোধগম্য নাওবা হতে পারে কিন্তু সত্যচরণের কাছে তা অপরিসীম। শহরের কোলাহল, যান্ত্রিকতাকে নির্জন বন্য প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে ডাকব্যবস্থা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসের মাধ্যমে ডাক পরিষেবাকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার অন্যদিকে তাঁরই একটি অন্যতম গল্প 'অভিনন্দন সভা' যেখানে ডাক পিওনের কর্মজীবনকে তিনি পরম মমতায় তুলে ধরেছেন। অভিনন্দন সভা অর্থাৎ যে সভায় কোনো ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। গল্পে এক দরিদ্র ডাক পিওনকে বিদায় জানানো হচ্ছে। যা সমকালীন সমাজে কল্পনারও অতীত। ডাকঘরের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্রামের তরুণ সংঘের ছেলেরা গৌর পিওনকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন এর আয়োজন করেছে। গৌরচন্দ্র হালদার ওরফে গৌর পিওন সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন –

> "গৌর পিওন আমাদের জীবনে সেই বহুদূরবর্তী নীহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ - ছত্রিশ বছর ডাকহরকরার কাজ করে আসচে।"[৯]

গৌর পিওন কখনো হাটবার ভয়ে দূরবর্তী গ্রামের চিঠিপত্র ঝোপঝাড়ে ফেলে দিয়ে কর্তব্যের অবহেলা করত না। দৈনিক ৫-৬ ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে চিঠি পৌঁছে দিত ক্লান্তিহীন ভাবে। পরবর্তীতে ডাক পিওনের কর্ম থেকে অবসরকালীন দিনগুলিতে সংসার চালাতে পরের বাড়িতে গরুর দুধ দোয়ানোর কাজ করত। গৌরের মতো ডাকপিওনই তো কর্তব্য পরায়ণ পিওন হিসেবে প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও নতুন ছোকরা পিওনকে সব বাড়ি চিনিয়ে দেয় চিঠি বিলি করার সময়। অভিনন্দন সভায় গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কবিরাজ মশাই, প্রাইমারি স্কুলের পন্ডিতমশাই, স্কুলের শিক্ষক, চামড়ার খটিওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক, ডাক্তার, ষ্টেশন মাস্টার, বস্ত্র ব্যবসায়ী, পোস্টমাস্টার এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অতিরঞ্জিত ও উদ্ভট বক্তৃতার মধ্যে থেকে একটি সত্যই উঠে এসেছিল - গৌর পিওন কর্তব্যনিষ্ঠ ডাককর্মী হিসেবে সম্মানীয়।

আমাদের সমাজ শ্রেণী বৈষম্যের ভরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ডাকপিওনের জন্য আয়োজিত অভিনন্দন সভা আমাদের অভিভূত করে তোলে। গৌর পিওন সভার আয়োজনের ঘটা দেখে অভিভূত হয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে - 'বাবুরা - বাবুরা...' বলে বসে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, তার জন্য হরি ময়রার দোকানে রাজভোগ খাওয়ানোর আয়োজনে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলেছিল –

> "এমন দিনডা যে হবে তা ভাবিনি। ... কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে - বড্ড গুরুবল আমার।"[১০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গৌর পিওনের মতো একনিষ্ঠ সমাজকর্মী যে তার কর্মজীবন পরিসমাপ্তিতে বিদায় অভিনন্দন পাওয়ার উপযুক্ত লেখক গ্রামের তরুণ সংঘের ছেলেদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বার্তা দিয়েছেন এবং ডাক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ডাক পিওনরাও যে ভবিষ্যতে সত্যিকারের মর্যাদা পাবে তারই বার্তা দিয়েছেন এই অসাধারণ গল্পটির মাধ্যমে।

শুধু গল্প বা উপন্যাসে নয় বাংলা কবিতাতেও ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে এসেছে। এ প্রসঙ্গে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজি শব্দ 'Runner' যার আভিধানিক অর্থ যিনি দৌড়ান, এখানে ডাকহরকরা অর্থে রানার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়াকে পিছনে ফেলে নির্ঘুম রাতকে সাক্ষী রেখে মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়। সে নিজে পৃথিবীর বোঝা হয়ে থেকেছে, তার ক্লান্তির নিঃশ্বাস আকাশ ছুঁয়েছে, তার শরীরের ঘামে মাটি ভিজেছে, খুব স্বল্প মূল্যে নিজের জীবনের রাত্রিকে বিক্রি করেছে। কিন্তু তারা মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট আনন্দের নানা সংবাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে দুর্বার গতিতে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলে। তাদের এ বোঝাটা না দিন কবে শেষ হবে তারা জানে না। কখনো কি তাদের জীবনের সূর্য উঠবে -

"ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবু রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।"[১১]

কবিতার এই পংক্তিগুলি রানারদের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত, বিষন্ন, হতদরিদ্র রানারদের কাছেই পৃথিবীটা কালো ধোঁয়াময়। প্রতিদিন টাকার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালেও সেই টাকা তারা ছুঁয়ে দেখতে পারে না। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতার মাধ্যমে পত্রবাহক রানারদের বিবর্ণ জীবন কথাকে তুলে ধরেছেন।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিষয়ের ঐতিহ্য নিয়ে আবির্ভাব সতীনাথ ভাদুড়ীর। তাঁর 'দাম্পত্য সীমান্তে' গল্পটি প্রেম ও দাম্পত্য সম্পূর্ণমূলক ধারার হলেও এখানে ডাকব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের দেশ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে 'জলভ্রমি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের আখ্যানে দেখা যায় - নিবারণ সরকারী চাকুরে। বিয়ের তিন বছর পরে সে অনেক চেষ্টা করে আজবপুর গ্রামের পোষ্ট অফিসে বদলি নিয়ে আসে। আজবপুর পোষ্ট অফিসটি এমনই এক অফিস যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পার্সেল বিলি না হয়ে ফেরত যায়। পোষ্টঅফিসটি –

"সত্যিই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে আসে; এখানকার পোস্ট অফিসে চিঠি ফেলতে আসে।"[১২]

পোষ্টমাষ্টার নিবারণের এরকমই স্থান পছন্দ। নিবারন উপরি উপার্জনের জন্য ডাক ব্যবস্থাকে অস্ত্র করে। কলকাতা থেকে যেসব ভুয়ো পার্সেল আসে সেগুলোর মধ্যে গাঁজা ভরে আবার সেলাই করে ফেরত পাঠায় স্ত্রী অসীমাকে দিয়ে। নিজের লোলুপতাকে চরিতার্থ করতে ডাকব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকেও হাতিয়ার করতে পিছুপা হয় না।

বাংলা সাহিত্যে যেমন নিবারণের মতো অসাধু পোষ্ট মাস্টারের কথা আছে যারা ডাকব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থতার কাজে লাগিয়েছে। আবার অন্যদিকে রয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' গল্পটির দীনু চরিত্র। যে ডাকহরকরাদের প্রতিনিধি চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রথমে গল্প হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়। ডাকহরকরা দীনু পূর্বে ছিল ডোম। সেখান থেকে সে ডাকহরকরা হয়ে এক হাতে শক্ত করে ধরা বল্লম, অন্য হাতে হারিকেনের কম্পমান শিখার চিমনি নিয়ে ছুটে চলে সরকার বাহাদুরের ডাক নিয়ে। ডাকহরকরাদের জীবনের বর্ণনা লেখকের কথায় –

"ডাকহরকরা মৃত্যুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বার বার সমানভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে এক দন্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দিনু কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার ওপর পথে কোথাও ওভারসিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোনো জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোনো গাছের ডালে বসিয়া ডাকহরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।”[১৩]

সাত বছর ধরে সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠাভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলে। ঝড়জলের রাতে পথে ডাকাতের কবলে পড়লেও দীনু দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকব্যাগটি আগলে রাখে এবং ডাকাতের আঘাতে অর্ধমৃত হলেও দ্বিধাহীনভাবে বলে তারই পুত্র নিতাই সেই ডাকাত। এমন দৃষ্টান্ত ডাক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদর্শ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দিনুর এই সত্যনিষ্ঠতা, আদর্শবাদ তার সংসার জীবনকে ট্র্যাজেডিতে ভরে তোলে। পোস্টঅফিসে দিনুকে সকলেই সম্মানিত করলেও পাড়াপ্রতিবেশীরা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে। দীনু তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য, লোভ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ডাক পরিষেবার আদর্শ ও কর্তব্যকে মূল্য দিয়েছে। সে কারণেই দীনুর মতো ডাকহরকরা সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে চিঠির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের হৃদয়ের বেদনাগুলি যেন ডাকবক্সে ফেলা বিচিত্র অনুভূতির রসায়ন। বর্তমানে চিঠির গুরুত্বহীনতা যদি কয়েকযুগ আগেও থাকতো তবে চিঠিকেন্দ্রিক সাহিত্য যেমন - ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি মহৎ সৃষ্টির রসাস্বাদন থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হতাম। এছাড়াও জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দেবীর রচিত 'দাদার চিঠি', কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দেওয়ালী', 'পত্র', 'ছাড়পত্র', 'চরমপত্র' প্রভৃতি কবিতাগুলি এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার - শ্রী চরণেষুমাকে' প্রমুখ লেখা ডাকব্যবস্থার স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৬৭
২. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, রানার, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ৬৩
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, সুন্দর প্রকাশনী, ১৪২৪, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ১৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৯
৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬০, কলিকাতা, পৃ. ২৫১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, গীতাঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৬
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস (সম্পাদিত), বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র, শুভম প্রকাশনা, ১ জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৭৯
১০. তদেব, পৃ. ২৮৫
১১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, রানার, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ৬৪
১২. ভাদুড়ী, সতীনাথ, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশণ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৫৮
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ডাকহরকরা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, পৃ. ৩২১